সমকাল

তারিখ 05 JUN 2015
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভ্যাট আরোপ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে আগের চেয়ে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়া হলেও এবার এ খাতে বড় কোনো সুখবর নেই। সর্বোচ্চ বরাদ্দও এবার এ খাতে নয়। তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে নতুন করে মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) আওতা বাড়ানো হয়েছে। এত দিন কেবল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ওপর ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ ছিল; এবার প্রথমবারের মতো এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এগুলোর ওপর ১০ শতাংশ ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে প্রস্তাবিত এ বাজেটে। একই সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষকদের বহুল প্রত্যাশিত এমপিওভুক্তি খাতে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এবারও নতুন কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। শিক্ষা খাতে বড় ধরনের কোনো নতুন প্রকল্পও হাতে নেওয়া হচ্ছে না।

বাজেটে ব্যাপকভাবে জনপ্রত্যাশা থাকলেও শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি, শিক্ষা খাতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের কোনো আশ্বাস প্রস্তাবিত বাজেটে দেওয়া হয়নি।

প্রস্তাবিত বাজেট বিশ্লেষণে দেখা গেছে, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে এবারের বাজেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে, যা মোট বাজেটের ১১ দশমিক ৬ শতাংশ। টাকার অঙ্কে তা ৩৪ হাজার ৩৭০ কোটি। গতবার (চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছর) শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট ৩২ হাজার ৭৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা। সে হিসেবে আসছে নতুন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে ৮৭১ কোটি টাকার বরাদ্দ বেড়েছে। শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে মোট ৩১ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৭ হাজার ১০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত বছর যা ছিল ১৫ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা। আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পেয়েছে ১৪ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। গত অর্থবছর যা ছিল ১৩ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য এবার এক হাজার ৫৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য এক হাজার ২১৪ কোটি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিপরীতে বর্তমানে সংকুচিত মূল্যভিত্তিতে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ মূসক প্রযোজ্য থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর বর্তমানে মূসক আরোপিত নেই। তিনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশাপাশি এই খাতগুলোও মূসকের আওতায় আনার প্রস্তাব করেন। তবে করভার সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তিতে ১০ শতাংশ মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব করেন তিনি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত জানান, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট নির্মাণ করা হচ্ছে। এগিয়ে চলেছে ১২৮টি উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের কাজ। চলমান আছে বরিশালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করে আনা হয়েছে।